ব্যবসায়ের আইনগত দিক

ইউনিট 6

ভূমিকা

জীবিকা নির্বাহ ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যবসায় করার অধিকার সকলের রয়েছে। তবে সকল ব্যবসায় দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত ও বৈধ হতে হয়। ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগত দিক যেমন-লাইসেন্স, ট্রেড মার্কস, কপিরাইট ইত্যাদি রয়েছে। ব্যবসায়ের আইনগত দিক মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করলে ব্যবসায়ীর যেমন লাভ, তেমনি সরকারেরও আয় অনেক বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীদের কর প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ীর আইনগত দিকের সফল পরিচালনা ব্যবসায়ীদের জন্য অধিক লাভজনক। এতে নকল পণ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়। যে দেশে ব্যবসায়িক আইনের প্রয়োগ যত বেশি, সে দেশে ব্যবসায়ে স্বচ্ছতা তত বেশি। ফলশ্রুতিতে দেশের উন্নয়ন তত বেশি দৃশ্যমান হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১ : ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা
পাঠ- ৬.২ : ট্রেডমার্ক এর ধারণা ও ধরন
পাঠ- ৬.৩ : লাইসেন্স এবং ফ্রানসাইজের ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি
পাঠ- ৬.৪ : পেটেন্ট এর ধারণা, সুবিধা ও নিবন্ধন
পাঠ- ৬.৫ : কপিরাইট এর ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও নিবন্ধনের সুবিধা, বিএসটিআই
পাঠ- ৬.৬ : বিমার ধারণা, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

পাঠ-৬.১ ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লাইসেন্স, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, পেটেন্ট, ট্রেড মার্কস, কপিরাইট

ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা

১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় উদ্যোগ কোর্সটি মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের একজন শিক্ষকের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয় এবং তিনি এটি বাজারজাত করেন। এই বিষয়ের শিক্ষার্থীরা বইটি হাতে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে ৩য় মুদ্রণে ছাপানো বইটির ৮০০০ কপি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। ৪র্থ মুদ্রণে লেখক ৪০০০ কপি বই ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন কিন্তু বইটির বিক্রয় আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বাজারে নকল বই এসে গেছে যার দাম অপেক্ষাকৃত কম। বইটির লেখক উপায়ান্তর না দেখে নিকটবর্তী থানায় গেলেন। থানা কর্তৃপক্ষ বইটির কপিরাইট নিবন্ধিত আছে কিনা জানতে চাইলেন। যদিও নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক অবগত ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কপিরাইট করা থেকে বিরত ছিলেন। থানা কর্তৃপক্ষ এ কথা জেনে কোনো সাহায্য করতে অপারগ বলে দুঃখ প্রকাশ করে। পরিণামে লেখক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং পরবর্তীতে বইটি পুণঃপ্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

উপরোক্ত গল্পটি পাঠ করে আপনারা কী বুঝলেন?

লেখক যদি কপিরাইট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বইটির কপিরাইট নিবন্ধন করে রাখতেন তাহলে তিনি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতেন না। ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকে যেমন কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি। এগুলো ব্যবসায় উদ্যোগের গবেষণার ফসল এবং ব্যবসায়ের অতিমূল্যবান সম্পদ। এসব সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সব দেশেই আইনগত বিধি বিধান রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আইন কানুন সম্পর্কে ধারণা ব্যবসায়ের আইনগত সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

জীবিকা ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসায় করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু এসকল ব্যবসায় দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত ও বৈধ হতে হয়। ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) থাকে যেমন- পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি। এগুলো উদোক্তাদের গবেষণার ফসল এবং অতি মূল্যবান সম্পদ। এগুলো সংরক্ষণের জন্য দেশে কিছু বিধি বিধান আছে। এই বিধি বিধানগুলো ব্যবসায়ীদের আইনগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে উদোক্তারা আরো বেশি সৃষ্টিশীল কাজে মনোযোগী হন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবসায়ীদের জন্য কেন প্রয়োজন? তিনটি লাইনে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকে যেমন কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি।
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ উদোক্তাদের গবেষণার ফসল এবং অতি মূল্যবান সম্পদ।
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য দেশে কিছু বিধি বিধান আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি উদোক্তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ?

ক. ট্রেড লাইসেন্স খ. কপিরাইট

গ. ব্যবসায়ের শেয়ার ঘ. ব্যবসায় পরিচালনার কৌশল

২. আবিষ্কারকের স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় নিম্নের কোনটি?

ক. ট্রেডমার্ক খ লোগো

গ. পেটেন্ট ঘ. কপিরাইট

পাঠ-৬.২ ট্রেডমার্ক /পণ্য প্রতীক এর ধারণা ও ধরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ট্রেড মার্ক এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লোগো, বিএসটিআই, ডিভাইস, ব্র্যান্ড, লেবেল, সার্ভিস মার্ক

ট্রেডমার্ক/ পণ্য প্রতীক

ট্রেডমার্ক হলো এক প্রকার চিহ্ন বা প্রতীক বা লোগো যা দেখামাত্রই পণ্যটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। ঠিক একই উদ্দেশ্যে সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিস মার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতাই মার্ক বা প্রতীকের মূল বিষয়। ডিভাইস (Device), ব্র্যান্ড (Brand), শিরোণাম (Heading), লেবেল (Label), টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যাযুক্ত উপাদান, রং, রং এর সমন্বয় বা এগুলোর যে কোনো রূপ সমন্বয় ট্রেডমার্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। মোড়ক প্রতীকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার উদ্ভাবিত পণ্য বা সেবার জন্য ট্রেডমার্ক স্বত্বাধিকারী হলে উক্ত পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেডমার্কটি আইনগতভাবে নিরংকুশ ব্যবহারের অধিকার পাবে। অর্থাৎ

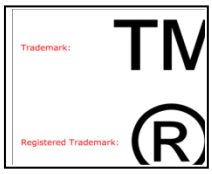

কোন ট্রেডমার্কের রেজিস্ট্রেশন ঐ পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতীকটি ব্যবহারের বিষয়ে রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করে। রেজিস্ট্রার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ প্রতীকটি ব্যবহার করতে পারবে না। আইন দ্বারা এ অধিকার সুরক্ষিত। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস কি এক? ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ট্রেডমার্ক হলো একপ্রকার চিহ্ন বা প্রতীক বা লোগো যা দেখামাত্রই পণ্যটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।
- ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে।
- একই উদ্দেশ্যে সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিস মার্ক বলে।
- স্বাতন্ত্র্যতাই মার্ক বা প্রতীকের মূল বিষয়।
- কোন ট্রেডমার্কের রেজিস্ট্রেশন ঐ পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতীকটি ব্যবহারের বিষয়ে রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র

স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন পণ্যের প্রতীক বা ট্রেড মার্ক কেন নিবন্ধিকরণ করা হয়?
   ক. নিজ পণ্যটিকে প্রচলিত অন্যান্য পণ্য থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য
   খ. বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য ভিন্ন নামে উপস্থাপনার নিমিত্তে
   গ. পণ্যটির বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করার জন্য
   ঘ. দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যকে আধুনিক করার নিমিত্তে

২. ব্যবসায়ে পণ্যের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা হয় কেন?
   ক. পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে
   খ. মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
   গ. ঝুঁকি এড়ানোর জন্য
   ঘ. প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে

পাঠ-৬.৩ লাইসেন্স এবং ফ্রানসাইজের ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লাইসেন্স এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফ্রানসাইজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ট্রেড লাইসেন্স, নিবন্ধন, অংশদারী ব্যবসায়, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়, ফ্রানসাইজার

লাইসেন্স এর ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি

যে কোনো ব্যবসায় শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয়। অনুমোদন বা নিবন্ধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের। এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি এর অবস্থান পৌর এলাকার ভিতরে হয় তাহলে পৌর কর্তৃপক্ষের এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে অংশীদারি আইনে উল্লেখিত নিয়মানুসারে নিবন্ধন ফরম পূরণ করে নিবন্ধনের জন্যে স্থানীয় নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে পারে। আবেদন ফর্মের সাথে নিদিষ্ট হারে নিবন্ধন ফি জমা দিতে হয়। যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধন কোম্পানি আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক। যে কোন ব্যবসায়ের লাইসেন্স তার যে কোন আইনগত সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ফ্রানসাইজিং এর ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি

বর্তমানে ফ্রানসাইজিং পদ্ধতিতে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোন খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ের উদাহরণ হলো ব্যান্ড বক্স কোম্পানি, পিজ্জাহাট, কেএফসি ইত্যাদি। ফ্রানসাইজিং ব্যবসায় দুটি পক্ষ থাকে- ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার কেএফসি হচ্ছে ফ্রানসাইজর এবং বাংলাদেশের ট্রান্সকম লিঃ হচ্ছে ফ্রানসাইজি। ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১. ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি-এর মধ্যে চুক্তিপত্র।
২. ব্র্যান্ডেড পণ্য বা সেবা
৩. পণ্য বা সেবা স্বীকৃত মান ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ফ্রানসাইজার কর্তৃক মনিটরিং।

ফ্রানসাইজ চুক্তি

ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রানসাইজিং চুক্তি যা ফ্রানসাইজি ও ফ্রানসাইজারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। পুঁজির পরিমাণ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনায় সাহায্য, ফ্রানসাইজ এলাকা ইত্যাদি ভেদে চুক্তির ধারাগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সকল ফ্রানসাইজিং চুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

ক. ফ্রানসাইজি প্রথমে নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি এবং পরে বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে মাসিক ফি প্রদান করে। প্রতিদিনের হিসেবে ফ্রানসাইজি ফ্রানসাইজারের পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের অধিকার পায়।

খ. ফ্রানসাইজি অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিনিয়োগ করতে রাজি থাকবেন।

গ. উভয় পক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে ব্যবসায় থেকে অর্থ উপার্জন। আয়ই হবে ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। সফল হতে হলে ব্যবস্থাপনা হতে হবে দক্ষ, পণ্য বা সেবা হতে হবে উত্তম।

ঘ. ফি প্রাপ্তির দিন থেকেই ফ্রানসাইজার আয় করতে থাকবে। কোনো সময় ফ্রানসাইজির কার্য অধিকার দেওয়ার আগেই ফ্রানসাইজার ফি দাবি করতে পারে।

ঙ. চুক্তিতে কোনো কোনো সময় ফ্রানসাইজার নিজেই ব্যবসায় এলাকা নির্ধারণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং এসবের মালিকানা নিজের কাছে রাখতে পারে।

চ. ব্যবসায় যদি ফ্রানসাইজরের মানদণ্ড অনুযায়ী সফল না হয় তাহলে যে কোনো সময় চুক্তিপত্র বাতিল করে দিতে পারে।

ছ. ফ্রানসাইজি শুধু ঐ আইটেমসমূহ বিক্রয় করতে পারবে যা ফ্রানসাইজর গ্রহণযোগ্য মনে করে। চুক্তিপত্রের শর্তাবলি যদি উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে।

ফ্রানসাইজিং প্রতিষ্ঠানের আইনগত ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধন করে ব্যবসায় শুরু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কাছ থেকে নিবন্ধন করে বাংলাদেশে ব্যবসায় শুরু করতে পারবে।

বাংলাদেশে ফ্রানসাইজিং বা লাইসেনসিং-এর অনেকগুলো সুবিধা যেমন- ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারজাতকরণ, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ফ্রানসাইজরের কাছ থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়া ইত্যাদির মত সুবিধা থাকলেও অসুবিধা রয়েছে অনেক। অসুবিধাগুলোর মধ্যে কড়া মনিটরিং, চুক্তিপত্রের উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গের জন্য চুক্তি বাতিলের সম্ভাবনা এবং বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ অন্যতম। এসত্ত্বেও ফ্রানসাইজিং ব্যবস্থা নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। বিদেশে এ জাতীয় ব্যবসায় জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বাংলাদেশে এখনও তেমন জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি লাভ করেনি। বড় বড় শহরের পাশাপাশি জেলা শহরগুলোতে এগুলোর শাখা বৃদ্ধি করলে ধীরে ধীরে এর প্রসার বাড়বে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ফ্রানসাইজিং এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অনুমোদন বা নিবন্ধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের। এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি এর অবস্থান পৌর এলাকার ভিতরে হয় তাহলে পৌর কর্তৃপক্ষের এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।
- বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে অংশীদারি আইনে উল্লেখিত নিয়মানুসারে নিবন্ধন ফরম পূরণ করে নিবন্ধনের জন্যে স্থানীয় নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে পারে।
- কোন খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে।
- ফ্রানসাইজিং ব্যবসায় দুটি পক্ষ থাকে- ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায়ের লাইসেন্স কেন গ্রহণ করা হয়?
ক. আইনগত সুবিধা লাভের জন্য
খ. সরকারি অনুদান প্রাপ্তির আশায়
গ. সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য
ঘ. ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে

২. ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
ক. মুনাফা অর্জন
খ. চুক্তি
গ. উৎপাদন
ঘ. বাজারজাতকরণ

৩. নিম্নের কোনটি ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত?
ক. মিনাবাজার
খ. কেএফসি
গ. স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক
ঘ. ওয়ালটন

পাঠ-৬.৪ পেটেন্ট এর ধারণা, সুবিধা ও নিবন্ধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মেধাসম্পদ ও পেটেন্ট এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মেধাসম্পদ ও পেটেন্ট এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ট্রেডমার্কস, কপিরাইট, ভাস্কর্য, স্থাপথ্যকলা, চিত্রকর্ম

মেধাসম্পদ

মেধাসম্পদ অনেকের নিকট একটি নতুন শব্দ। মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকসা, প্রতীক, নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অর্ন্তভুক্ত। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। সব উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ। মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জয় করেছে সৃষ্টির অনেক অজানা রহস্য। সম্ভব করে তুলেছে অনেক অসম্ভবকে। এসব সম্পদের মধ্যে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট অন্যতম। এসব মেধাসম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকৃতি পেলে পুনরায় সৃষ্টিশীল কাজে মনোনিবেশ করবে। এবং অন্যরাও নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত হবে। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়।

পেটেন্ট

পেটেন্ট হলো এক ধরনের মেধাসম্পদ। কোন দেশে বা বিদেশে কোন আবিষ্কার যেমন জনগনের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি পেটেন্টও উদ্ভাবকসহ অন্যান্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের নতুন কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করে থাকে। পেটেন্টের মাধ্যমে এরূপ আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া মালিকানা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য বা বস্তুর উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়। আবিষ্কারককে পেটেন্টটি প্রদানের অর্থ হলো এই নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কেউ এটি তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে পারবে না । অনেক সময় কোন অসাধু ব্যবসায়ী বা প্রতিযোগী বিধি লঙ্ঘন করে নকল পণ্য বাজারে বিক্রয় করে উদ্ভাবনকারীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। পেটেন্ট করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিল্পোদ্যোক্তার পরিশ্রমলব্ধ উদ্ভাবন নকল বা অন্য কোনো উপায়ে তৈরি বা বিক্রি করে যাতে অন্যরা আর্থিক সুবিধা অর্জন না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ব্যবসায় জগতে প্রকৃত উদ্ভাবক এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পেটেন্ট ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। বস্তুত এ বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা সচেতনতার অভাব বা অবহেলার কারণে অনেক সময় প্রতারিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯১১ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন চালু আছে। কোন পণ্য বা বস্তুর আবিষ্কারক তার পণ্য বা বস্তুটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিবন্ধন করে রাখেন। এভাবে নিবন্ধিত থাকলে পণ্যের কোন নকল বাজারে কেউ ছাড়লে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায়। এতে আবিষ্কারকের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মেধাসম্পদ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ।
- শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে।
- সব উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ।
- সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়।
- পেটেন্ট হলো এক ধরনের মেধাসম্পদ।
- আবিষ্কারককে পেটেন্টটি প্রদানের অর্থ হলো এই নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কেউ এটি তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে পারবে না ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পেটেন্ট কী?

ক. লাইসেন্স প্রাপ্ত সনদ খ. মেধাসম্পদ
গ. পণ্য জীবন চক্রের ধাপ ঘ. বাজার দখলের কৌশল

২. পেটেন্ট করার উদ্দেশ্য-

i. বাজারজাতকরণ ত্বরান্বিত করা
ii. আবিস্কারককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একচেটিয়া মালিকানা প্রদান
iii.নতুন আবিস্কারকে উৎসাহিত করা ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনপ্রিয় সংগতি শিল্পী জনাব মাইনুদ্দিন সম্প্রতি একটি গানের সিডি বের করেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি ছিল সিডি সংখ্যার বিক্রির উপর রয়ালটি পাবেন। কিন্তু তিনি তিন মাস পর খোঁজ নিয়ে দেখতে পেলেন তার প্রতিষ্ঠানের সিডি খুব কমই বিক্রি হয়েছে। অথচ কম দামে একই সিডি দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। এতে তিনি কাঙ্ক্ষিত লাভ পেলেন না এবং হতাশ হলেন।

৩. জনাব মাইনুদ্দিনের প্রকাশিত সিডি একটি–

ক. মেধাসম্পদ খ. পেটেন্ট
গ. ট্রেড মার্ক ঘ. কপিরাইট

পাঠ-৬.৫ কপিরাইট এর ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও নিবন্ধনের সুবিধা, বিএসটিআই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কপিরাইট এর ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কপিরাইট, সফটওয়ার, রয়েলটি, বিএসটিআই

কপিরাইট

কপিরাইট হচ্ছে এমন একটি স্বত্ব যা আইন দ্বারা সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, গান, চলচ্চিত্র, সফ্টওয়ার ইত্যাদি বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ (Intellectual Properties) এর সংরক্ষণ করা হয়। এটি না থাকলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা জাতীয় সাহিত্যকর্ম, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, যন্ত্র সংঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়ারও কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন কোনো পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি হয় একেই কপিরাইট চুক্তিপত্র বলা হয়। চুক্তিপত্রে সময়, রয়ালটির পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য লেখক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারে। ব্যান্ডের পণ্য, খেলা, তারকাদের নাম প্রভৃতি কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে বিপণন করা যায়। প্রকৃত পক্ষে কপিরাইট চুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণের একটি জনপ্রিয় উপায়। উপমহাদেশে ১৯১২ সালে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রচলিত আছে যা সর্বশেষ ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়। মোট কথা মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায়গুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করলে ব্যবসায় উদ্যোক্তা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কপিরাইট আইন ২০০৫ অনুযায়ী লেখক বা শিল্পীর জীবনদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে চাইলে বা সেই বিশেষ পণ্যটিকে বাজারে প্রচলিত অনুরূপ অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সেই পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিকরণ করতে হয়। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় ফি জমা দিয়ে পণ্য প্রতীক বা ট্রেড মার্ক নিবন্ধিকরণ করা যেতে পারে। তদুপরি কতিপয় নির্ধারিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মান অনুযায়ী সেই সকল পণ্য উৎপাদন করে বিএসটিআই থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সনদপত্র বা সার্টিফিকেট নিতে হয়। বিএসটিআই বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেটের আওতাধীন পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করে। প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য বিএসটিআই তাদের নামসহ একটি স্ট্যান্ডার্ড নম্বর প্রদান করে থাকে। নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেশন বা লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে । কোন কোন পণ্য বিএসটিআই এর বাধ্যতামুলক সার্টিফিকেশন মার্ক এর আওতাধীন এবং সেই সকল পণ্যের নির্ধারিত মান কেমন তা বিএসটিআই থেকে জানা যায়। উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিএসটিআই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বিএসটিআই এর কল্যাণে উৎপাদনকারীরা মানসম্মত পণ্য বাজারজাতকরন করে থাকে। অনেকসময় বিএসটিআই এর সনদ ও নম্বরবিহীন নিম্নমানের পণ্য কোন কোন উৎপাদনকারী বাজারে ছেড়ে থাকে। আইনের যথাযথ

প্রয়োগ এবং ক্রেতা সাধারণ সচেতন হয়ে সেসব পণ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকলে বিএসটিআইএর সনদবিহীন নিম্নমানের পণ্য বাজার থেকে উঠে যাবে। তখন বাজারে মানসম্মত পণ্যের একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে।

বিএসটিআই এর মৌলিক উদ্দেশ্য ৪টি যা নিম্নরূপ-

১. জাতীয় মান প্রণয়ন করা
২. গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য মানের সহায়তা চাওয়া
৩. ওজন ও পরিমাপের জন্য মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন
৪. পরীক্ষাগারে হাতে কলমে পরীক্ষা করে পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রমান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১। কপিরাইট কাকে বলে? ● ২। বিএসটিআই কী নিবন্ধন করে থাকে? ●

সারসংক্ষেপ

- কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়।
- বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়ারও কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়।
- বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রচলিত আছে যা সর্বশেষ ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়।
- পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিকরণ করতে হয়। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই ।
- এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা।
- প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য বিএসটিআই তাদের নামসহ একটি স্ট্যার্ন্ডাড নম্বর প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. BSTI এর পূর্ণ নাম কি?
   ক. Bangladesh Science and Testing Institute
   খ. Bangladesh Science and Technical Institute
   গ. Bangladesh Standard and Technical Institute
   ঘ. Bangladesh Standard and Testing Institute

২. বিএসটিআই গঠনের উদ্দেশ্য কোনটি?
   ক. ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভোক্তা আইনের প্রয়োগ
   খ. সুস্থ ব্যবসায়িক পরিবেশ বজায় রাখা
   গ. পণ্য বা সেবার গুণাগুণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা
   ঘ. দেশে প্রচলিত সব পণ্য বা সেবার মান নিয়ন্ত্রণ করা

৩. বিএসটিআই কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা ?
   ক. শিল্প খ. বাণিজ্য
   গ. অর্থ ঘ. তথ্য ও যোগাযোগ

৪. নিম্নের কোনটি বিএসটিআই এর মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ?
ক. দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন, লালন ও বহন
খ. ব্যবসায়ীদের পণ্য বা সেবা বাজারজাতকরনে সহায়তা করা
গ. দেশীয় সংস্কৃতি বজায় রেখে পণ্য বা সেবার জাতীয় মান নির্ধারণ
ঘ. বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
জনাব শামীম স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের জন্য "লেমোনা" নামে একটি গায়ে মাখা সাবান তৈরি করে। সমাজের নিম্নবিত্তদের নিকট কম দামের জন্য এটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। ধীরে ধীরে পুরো দেশেই এর ব্যবহার বেড়ে যায়। একজন সচেতন নাগরিকের চিঠির প্রেক্ষিতে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান বাজারে অভিযান পরিচালনা করে এবং কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়ায় বাজার থেকে তারা পণ্যটি তুলে নেয়।

৫. নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠান বাজারে অভিযান পরিচালনা করে?
ক. বিএসটিআই খ.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
খ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ. শিল্প মন্ত্রণালয়

৬. প্রতিষ্ঠানটি কেন বাজার থেকে পণ্য তুলে নিতে বাধ্য হলো?
ক. .সনদ ও নম্বরবিহীন পণ্য খ. কপিরাইটবিহীন পণ্য
গ. অবৈধ পণ্য ঘ. ট্রেড লাইসেন্সবিহীন পণ্য

পাঠ-৬.৬ বিমার ধারণা, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিমার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিমার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিমা, বিমাপত্র, প্রিমিয়াম, বিমাযোগ্য স্বার্থ, চোর্য্য বিমা, দায় বিমা, শস্যবিমা

বিমার ধারণা

ঝুঁকির চিন্তা করা ব্যতীত কারোর কোনো কিছু অর্জন করার কথা চিন্তা করা সমীচিন নয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। ব্যবসায়ের ঝুঁকি বলতে ক্ষতির সম্ভাবনাকে বুঝায়। ব্যবসায়ের এই ঝুঁকি প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উভয়ই হতে পারে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রকৃতিগত বিপর্যয় যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেগুলিই প্রাকৃতিক ঝুঁকি। আর চুরি, ডাকাতি, অগ্নি, যানবাহন, দুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি যা মনুষ্য সৃষ্ট সেগুলিই অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি। এসব ঝুঁকি পরিহার বা কমানোর ক্ষেত্রে বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়। বিমা একটি ব্যবসায়ও বটে।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমাচুক্তি বলে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বিমাকারী এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা গ্রহীতা বলে। অর্থাৎ বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারি ও বিমাগ্রহীতা এই দুইটি পক্ষ বিদ্যমান। বীমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলা হয়। বিমাচুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তিও বলা হয়। কেননা এই চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারি শর্ত অনুযায়ী বিমা গ্রহীতার আর্থিক ক্ষতিপূরণ করে এবং বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রিমিয়াম প্রদান করে। বিমা চুক্তিতে বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়।

বিমার গুরুত্ব

একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন, কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি, চুরি, কর্মচারিদের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আগুন, জাহাজ ডুবি ইত্যাদি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লেখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ব্যবসায়ের জন্য তাই বিমা অত্যন্ত সহায়ক। বিমাকারি প্রতিষ্ঠান না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকে প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে হতো। তাই ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজমান অনিশ্চয়তা দুর করে ব্যবসায়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য বিমার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। এ ছাড়াও বিমা দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। কারণ বিমার মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনের বিশেষ করে বৈদেশিক লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পায়। বিমা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সহজতর হয়। বিমার আর্শীবাদে মানুষের জীবন একদিকে হয়েছে চিন্তামুক্ত অন্যদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যে ঘটেছে সম্প্রসারণ। সুতরাং বিমার বিবিধ প্রয়োজনীয়তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দিন দিন বেড়েই চলছে।

বিমার প্রকারভেদ

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বিমার প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে চার প্রকার বিমা সর্বাধিক প্রচলিত। ১. জীবন বিমা, ২. নৌ বিমা, ৩. অগ্নি বিমা এবং ৪. দুর্ঘটনা বিমা । বর্তমানকালে মানুষ ক্রমশই বিমার সুবিধা উপলব্ধি করায় উপরোক্ত চার প্রকার বিমা

ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণির বিমার প্রচলন হয়েছে, যেমন- চৌর্য বিমা, বিশ্বস্ততা বিমা, দাঙ্গা বিমা, দায় বিমা, মোটর গাড়ি বিমা, শস্য বিমা ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিমার উপর আলোকপাত করা হলো-

জীবন বিমা

বিমা ব্যবসায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জীবন বিমা। সহজ কথায় কোন ব্যক্তির জীবনের উপর বিমা করা হলে তাকে জীবন বিমা বলা হয়। যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারি বিমা কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সেই বিমা চুক্তিকেই জীবন বিমা বলে। এ বিমার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবন। যেহেতু মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না, তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না।

চিত্র: জীবন বিমা

অগ্নি বিমা

যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে। সাধারণত পণ্য, ঘরবাড়ি, গুদাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নি বিমা করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহিতাকে উক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

চিত্র: অগ্নি বিমা

নৌ বিমা

নৌ পথে বা সমুদ্রপথে পণ্য দ্রব্য পরিবহনকালে কোন দৈব দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে নৌ বিমা বলে। সারা পৃথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকাংশ পণ্যই নদীপথে পরিবাহিত হয়। তাই নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নৌপথে বিরাজমান ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ, সুনামি, দস্যুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহসহ সকল প্রকার ঝুঁকি এড়াতে নৌবিমা করা হয়।

চিত্র: নৌ বিমা

দুর্ঘটনা বিমা

ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বিমার আওতাভুক্ত। এ জাতীয় বিমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশঙ্কিত দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী বিমা গ্রহিতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

চিত্র: দুর্ঘটনা বিমা

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের বিমা ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কিত আইন রয়েছে যা একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার জানা থাকলে ব্যবসা পরিচালনা সহজতর হয়। বিশেষ করে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন, কারখানা আইন, ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলা আইন এবং ব্যাংকিং আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ব্যবসা পরিচালনা সহজতর হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	অগ্নি বিমা ও জবিন বিমার মধ্যে পার্থক্য কি?

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায়ের ঝুঁকি বলতে ক্ষতির সম্ভাবনাকে বুঝায়।
- ব্যবসায়ের ঝুঁকি দুই প্রকার- প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক।
- বিমার ক্ষেত্রে দুইটি পক্ষ রয়েছে- বিমাকারি ও বিমাগ্রহীতা।
- বিমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলা হয়।
- বিমাচুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তিও বলা হয়।
- বিমা চুক্তিতে বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।
- বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। নিম্নের কোনটি বিমার সহিত সম্পর্কীত নয়?

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ খ. ক্ষতিপূরণ

গ. প্রিমিয়াম ঘ. লাইসেন্স

২। বিমা করার কারণ-

i. বাজারজাতকরণে সহায়তা পাওয়া

ii. ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা দূরীকরণ

iii. ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব রায়হান চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে একটি মটর পার্টসের দোকান দেন। তার দোকানের পাশেই একটি দাহ্য পদার্থের দোকান রয়েছে। তিনি তার দোকানের ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

৩. জনাব রায়হান কোন ধরনের বিমা করলেন?

ক. নৌ বিমা

খ. অগ্নি বিমা

গ. দুঘর্টনা বিমা

ঘ. মোটর গাড়ি বিমা

৪. জনাব রায়হানের বিমা করার ফলে-
i. মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে
ii. আগুনে পোড়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে
iii. ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিশ্চিত হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

জনাব সবুজ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে একটি সৌরশক্তি চালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিস্কার করেন। যন্ত্রটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র থেকে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

ক. মেধাসম্পদ কোন আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়?
খ. লাইসেন্স বলতে কী বুঝায়?
গ. জনাব সবুজের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. জনাব সবুজ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন- ২

জনাব নাসিরউদ্দিন ক্রোকারিজের একজন আমদানিকারক। সম্প্রতি তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে এক কন্টেইনার ক্রোকারিজ সামগ্রী আমদানি করেন। ইন্টোনেশিয়ার জার্কাতা বন্দর থেকে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দর আসতে ২০ দিন সময় লেগে যেতে পারে। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে যে ক্ষতি হবে সেই ঝুঁকিকে মাথায় নিয়ে তিনি একটি বিমা কোম্পানির সহিত চুক্তি করেন।

ক. কত সালে ট্রেডমার্কস আইন বর্তমানে বাংলাদেশে চালু আছে?
খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. জনাব নাসিরউদ্দিন কোন ধরনের বিমা চুক্তি করেছিলেন?
ঘ. জনাব নাসিরউদ্দিনের করা চুক্তিটির মত চুক্তি যে কোন ব্যবসায়ের অগ্রযাত্রার জন্য অবশ্য পালনীয়- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১ : ১. খ ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২ : ১. ক ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩ : ১. ক ২. খ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪ : ১. খ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৬ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. খ